ইত্তেফাক

তারিখ ... 18.10.82 ...
পৃষ্ঠা ... 1 ... কলাম 1 ...

084

প্রস্তাবিত শিক্ষানীতি দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত

॥ আলমগীর হোসেন ॥

প্রস্তাবিত শিক্ষানীতি সম্প্রতি চূড়ান্তকৃত দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় চূড়ান্তভাবে সংযোজনের পূর্বে শিক্ষানীতি হইতে 'আরবীভাষা শিক্ষাদান' সংক্রান্ত বিষয়টি উহ্য রাখা হইয়াছে। ছাত্রদের পাশাপাশি বুদ্ধিজীবী মহলও বাধ্যতামূলক পঠনে তৃতীয় ভাষা অন্তর্ভুক্তির প্রশ্নে প্রবল আপত্তি তুলিয়া ছিলেন। শিক্ষানীতির প্রধান দিকগুলি হইতেছে: মৌলিক শিক্ষা হিসাবে প্রাথমিক শিক্ষার সফল বাস্তবায়ন দ্বারা দেশে অর্থবহ সাক্ষরতার ভিত্তি সুদৃঢ় করা এবং সকল নাগরিকের জন্য কমপক্ষে পাঁচ বছরের শিক্ষা সার্বজনীন করা

(৮ম পৃঃ ৮-এর কঃ দ্রঃ)

প্রস্তাবিত শিক্ষানীতি

(১ম পৃঃ পর)

এবং ভবিষ্যতে ইহাকে আট বছর পর্যন্ত বাড়াইয়া আনা, যেকোন সমস্যা এবং সংকট মোকাবিলার উদ্দেশ্যে ভবিষ্যৎ বংশধরদের জ্ঞানস্পৃহা ও প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জনের জন্য প্রস্তুত করা, জীবনের সর্বক্ষেত্রে শিক্ষাকে গ্রহণযোগ্য করার জন্য শিক্ষা ব্যবস্থায় বহুমুখী সুযোগ নিশ্চিত করা।

এই শিক্ষানীতিতে আরও বলা হয় যে, আর্থ-সামাজিক দৃষ্টিকোণ হইতে প্রতিযোগিতামূলক গতিশীল সমাজে প্রত্যাশিত ও বাস্তবভিত্তিক প্রয়োজনের উপর শিক্ষা সংক্রান্ত নীতিমালা প্রতিষ্ঠিত। নূতন পদ্ধতির অধীনে শিক্ষার চারটি স্তর থাকিবে যেমন: মৌলিক, প্রস্তুতি, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা স্তর।

মৌলিক শিক্ষাস্তরে অর্থাৎ পাঁচ বছরের প্রাথমিক শিক্ষায় নৈতিক মূল্যবোধ ও সৌন্দর্যবোধ আয়ত্ত করার উপর জোর দেওয়া হইবে। নাগরিক দায়িত্ব বোধ অর্জনের নিমিত্ত পরবর্তী স্তর হইবে ষষ্ঠ হইতে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত প্রস্তুতিপর্ব।

সর্বশেষে শিক্ষানীতিতে বলা হয় যে, শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হইতে রাজনীতিকে দূরে রাখার পদক্ষেপ গ্রহণ করা, উচ্চশিক্ষা গ্রহণের জন্য যোগ্যতার ন্যূনতম মান নির্ধারণ করা হইবে এবং যাহারা যোগ্যতার সর্বোচ্চমান অর্জন করিবে তাহাদের মেধা ও পারিবারিক অবস্থার ভিত্তিতে সরকার উচ্চশিক্ষার ব্যয়ভার বহন করিবেন।